আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা

ক্লাস টপিকস

- কনভেনশন
- আন্তর্জাতিক চুক্তি
- অস্ত্র চুক্তি

চুক্তি কী?

সনদ কী?

সমঝোতা স্মারক কী?

চুক্তি (Agreement, Treaty, Pact, Protocol, Convention)

- আইনগত ভিত্তি আছে।

Treaty

- গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম।
- বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিস্তৃত।
- সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানরা স্বাক্ষর করে।
- ২ বা একটা অঞ্চলের কয়েকটা রাষ্ট্রের মধ্যে হতে পারে।

Convention (সনদ)

- একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা একটা কমন সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকগুলো দেশ একসাথে মিলিত হয়ে যখন একটা দলিলে স্বাক্ষর করে।

Agreement

- Agreement বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে Treaty থেকে কম বিস্তৃত।
- সাধারণত কোনো মন্ত্রনালয়ের প্রধান স্বাক্ষর করেন।

Protocol

- একটা চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে প্রটোকল বলে।
- পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তিগুলোকে প্রটোকল বলে।

Accord

- দুই পক্ষের মধ্যে এক ধরণের চুক্তি, যাতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ক্ষতিপূরণের বদলে চুক্তি থেকে অব্যহতি দেয়।

Pact

- সাধারণত যুদ্ধ শেষে দুই পক্ষ আর যুদ্ধ করবেনা এবং একে অপরকে সাহায্য করবে বলে যে চুক্তি করে।

প্যারিস প্যাক্ট / ক্যালগ-ব্রায়ান্ড প্যাক্ট

- ২৭ আগস্ট, ১৯২৮
- সদস্য – ৬২
- উদ্দেশ্য- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

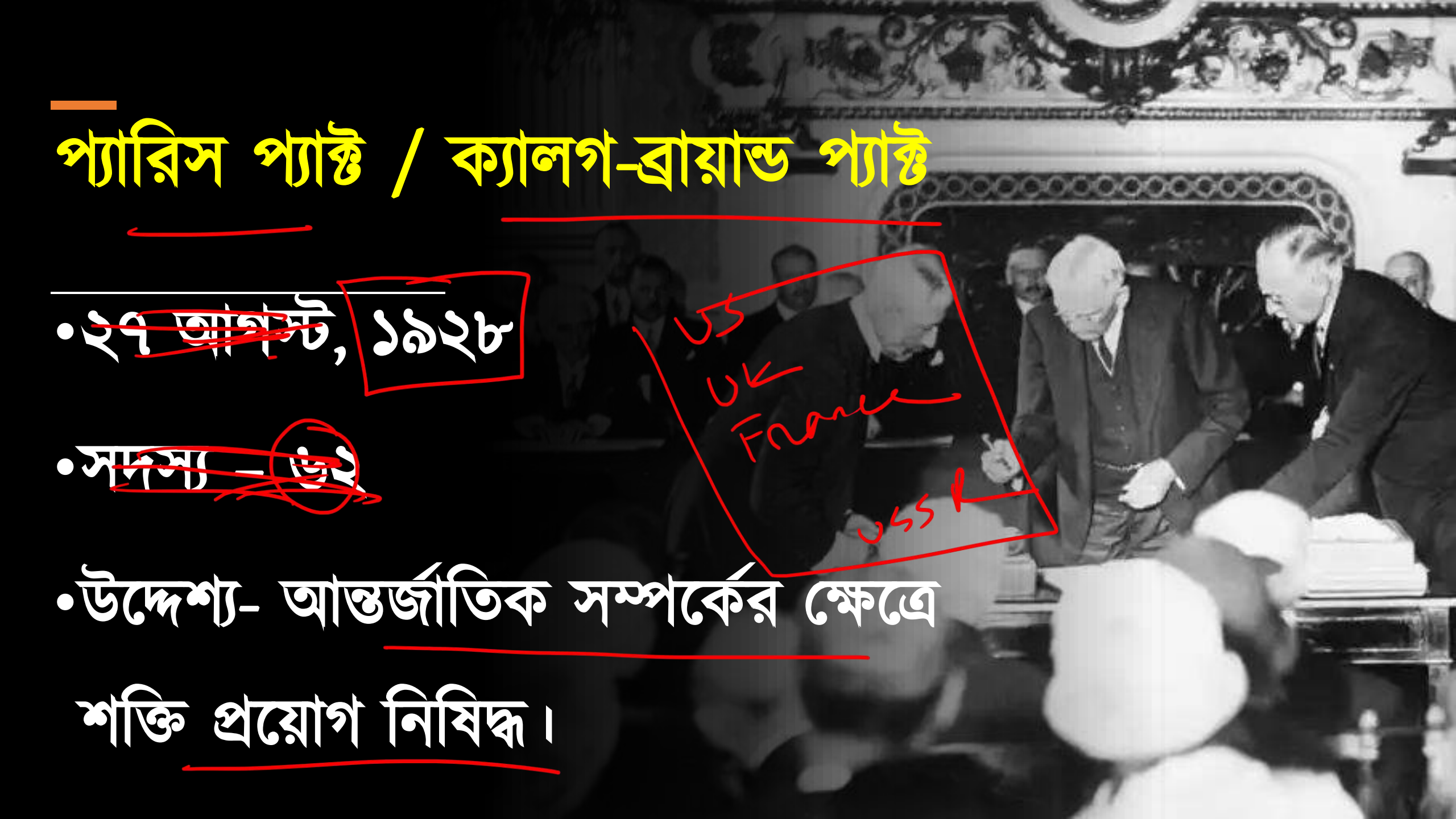

সমঝোতা স্মারক

Memorendum of Understanding (MoU)

- আইনগত ভিত্তি নাই।

সনদ

1941

Convention

- আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক না হলে সেটা হবে Declaration

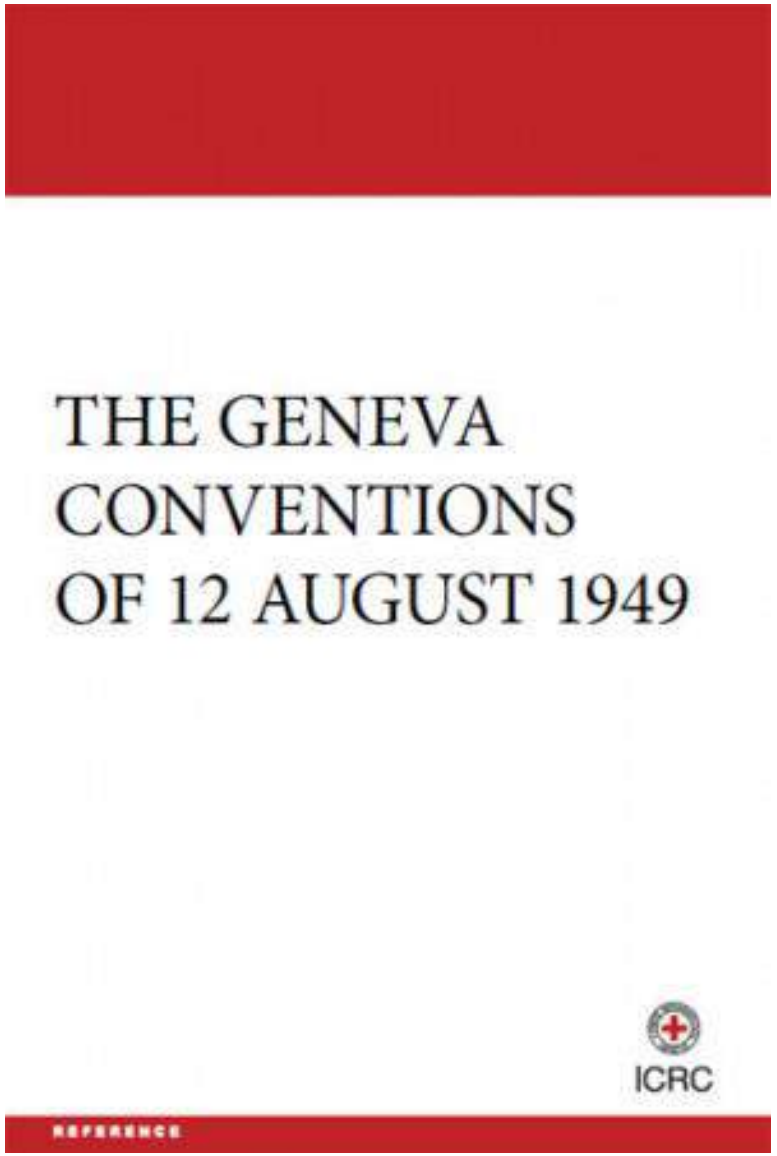

Conventions

(সনদ)

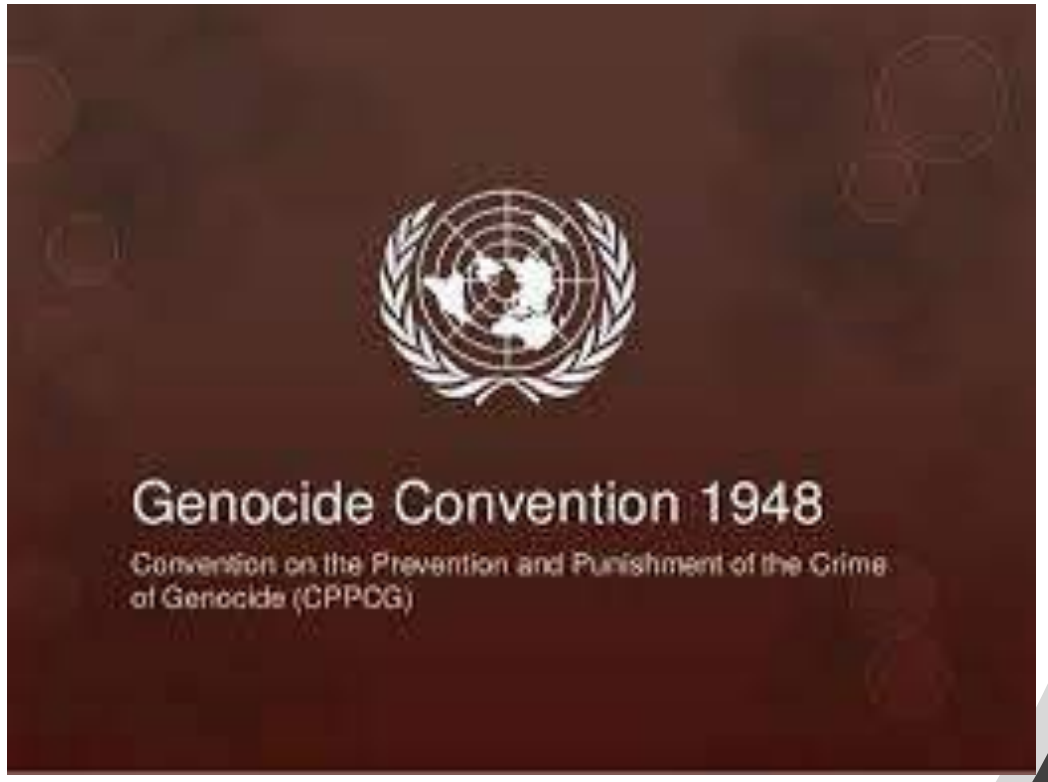

গণহত্যা সনদ, ১৯৪৮

অফিসিয়াল নাম:

The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)

স্বাক্ষর: ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

কার্যকর হয়: ১৯৫১

চুক্তির উদ্দেশ্য

গণহত্যার মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

- এই কনভেনশনের মাধ্যমে গণহত্যাকে সঙ্গায়িত করা হয়।

গনহত্যা সনদ অনুসারে গনহত্যার অপরাধ – ৫ টি

- গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা।
- সদস্যদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে আহত করা।
- এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে একটি গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।
- জোরপূর্বকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা।
- জোরপূর্বক এক গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা

- United nations office on genocide prevention and the responsibility to protect
- The primary entity within the UN system tasked with implementing and overseeing initiatives related to the prevention of genocide.

নিয়ন্ত্রক সংস্থা

- **Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)**
- Plays an important role in supporting its implementation and promoting accountability for acts of genocide.

অনুমোদনকারী দেশ – ১৫৩

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে – ৫ অক্টোবর, ১৯৯৮

- ১৯ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

- বাংলাদেশ সহ ৫টি দেশের আপত্তি ৯ নং অনুচ্ছেদে।

৯ নং অনুচ্ছেদে কী আছে?

প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া মামলা করা যাবে।

গণহত্যা সনদ সনদ স্বাক্ষর হয় কবে?

১৯৪৮

Let’s Recap……

International Bill of Human Rights

জাতিসংঘে গৃহীত একটি ঘোষণা এবং দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে একত্রে বলা হয় International Bill of Human Rights

ঘোষণা- Universal Declaration of Human Rights

চুক্তি-

১. বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি।

Universal Declaration of Human Rights

(UDHR)

- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

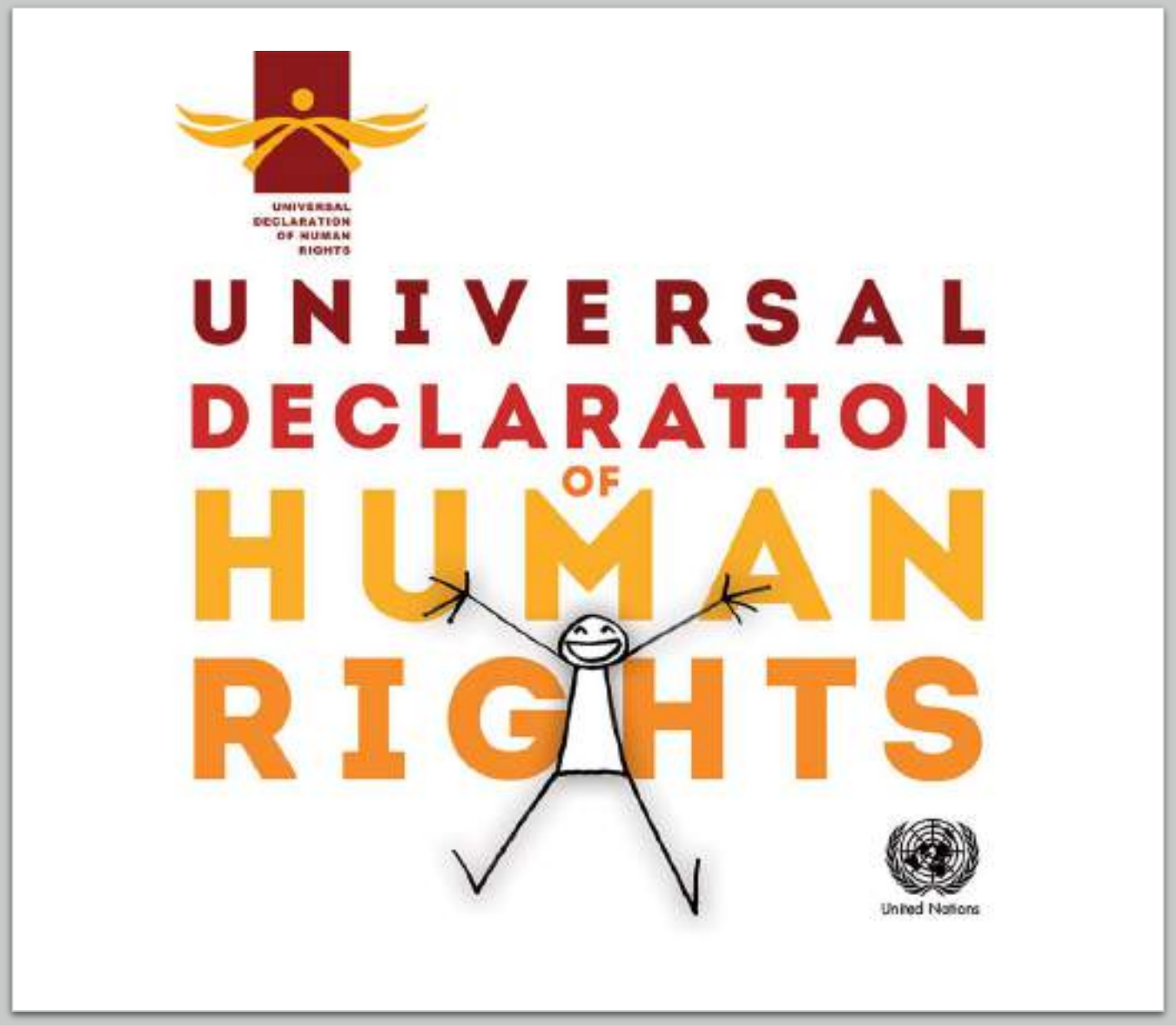

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

স্বাক্ষর: ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ (সাধারণ পরিষদের তৃতীয় অধিবেষণে

স্থান: প্যারিস, ফ্রান্স

- মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে জাতিসংঘের দুটি এনটিটি।
- UNHRC (এটি আগে ছিল United Nations Commission on Human Rights-UNCHR)
- OHCHR

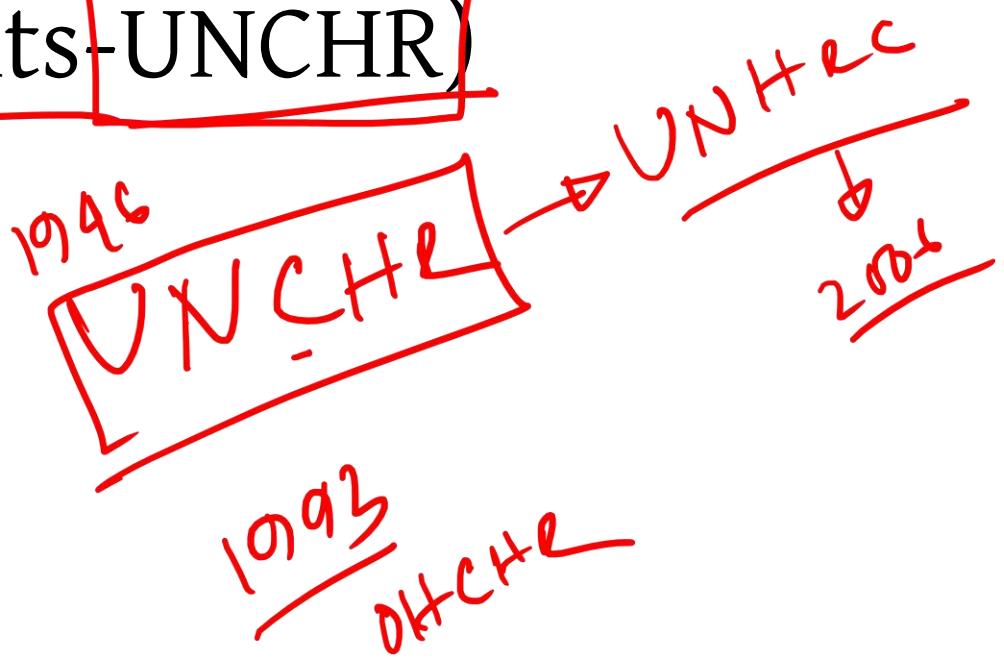

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ

United Nations Human Rights Council (UNHRC)

প্রতিষ্ঠা: ২০০৬

সদর দপ্তর: জেনেভা

সদস্য সংখ্যা: ৪৭

(বাংলাদেশ বর্তমানে সদস্য)

জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশন

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৩

সদর দপ্তর: জেনেভা

UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

বাংলাদেশ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন

- মানবাধিকার পরিষদের (UNHRC) ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের কাজ হলো কোনো বিরোধ বা সংঘাত সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য এ মিশন গঠন করা হয়েছিল। প্রধান উপদেষ্টা OHCHR এর সভাপতি ভলকার টার্ককে অনুরোধ করেন জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পাঠাতে।
- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ জাতিসংঘ জানায় ১ জুলাই-১৬ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্তে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জেনেভা কনভেনশন

১৯৪৯

- যুদ্ধকালীন আচরণবিধি সংক্রান্ত সনদ

১৯৪৯

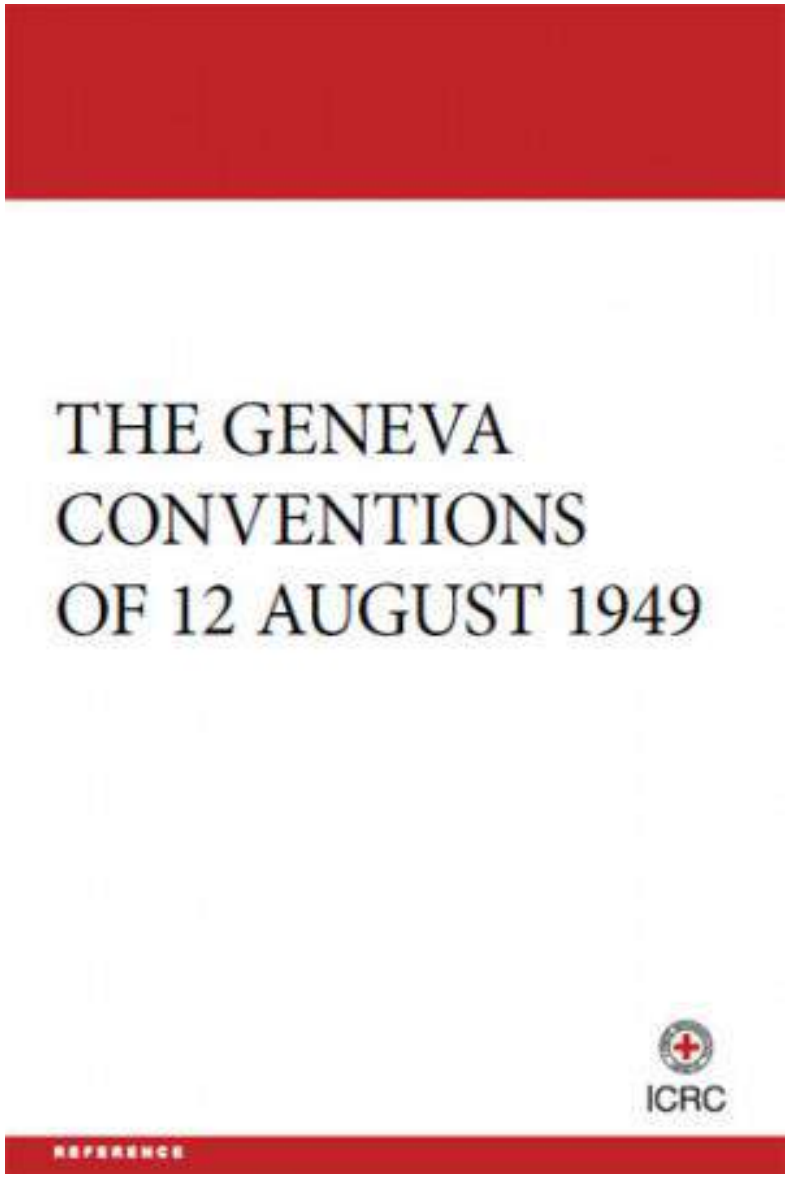

- অনুমোদনকারী দেশ – ১৯৬
- এই কনভেনশনকে ৪ টি রেডক্রস কনভেনশনও বলে।

সনদে যুক্ত হওয়া ৪টি চুক্তি

১৮৬৪	যুদ্ধাহত ও অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি
১৯০৬	সমুদ্রে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি
১৯২৯	যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা
১৯৪৯	বেসামরিক জনগনের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা

জেনেভা কনভেনশন-১৯৫১

শরণার্থী ও অভিবাসীদের প্রতি আচরণ বিধি সংক্রান্ত সনদ

স্বাক্ষরকারী দেশ-১৪৯

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেনি।

1949

1957

1957

গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ (ICPPED)

- ICPPED: International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
- জাতিসংঘ গুম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় ২০০৬ সালে
- স্বাক্ষর: ২০০৭ সালের ~~৬ ফেব্রুয়ারি~~
- মোট স্বাক্ষরকারী: ৯৮টি দেশ
- ~~কার্যকর: ২০১০ সালে~~

গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ (ICPPED)

- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে: ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট (৯৮তম)
- গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা: The International Coalition against Enforced Disappearances (ICAED)
- ICAED প্রতিষ্ঠা: ~~২০০৭~~ সালে
- গুমকে ঘোষণা করা হয়: মানবতাবিরোধী অপরাধ

নয়া আটলান্টিক সনদ

- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছির আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর। যেখানে স্বাক্ষর করেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। ১০ জুন, ২০২১ সালে ব্রিটেনে সেই ঘটনাই ঘটল। ১৯৪১ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। স্বাক্ষর করলেন আটলান্টিক চার্টার যাকে New Atlantic Charter- নামে অভিহিত করা হয়।

নতুন স্বাক্ষরিত আটলান্টিক সনদে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হলো-

- To defend the principles and institutions of democracy and open societies
- To strengthen and adapt the institutions, laws and norms that sustain international co-operation
- To remain united behind principles of sovereignty, territorial integrity and peaceful resolution of disputes
- To harness and protect the countries' innovative edge in science and technology
- To affirm the shared responsibility to maintain collective security and international stability, including against cyber threats; and to declare the countries' nuclear deterrents to the defiance of NATO
- To continue building an inclusive, fair, climate-friendly, sustainable, rules-based economy.
- To priorities climate change in all international action
- To commit to continuing to collaborate to strengthen health systems and advance health protections

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

স্বাক্ষরিত হয়-

১৯৪৮

Let's Recap……

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

তাসখন্দ চুক্তি

স্থান: তাসখন্দ, উজবেকিস্তান

চুক্তির লক্ষ্য

কাশ্মীর কেন্দ্রিক ভারত পাকিস্তান

যুদ্ধাবসান ও শান্তি স্থাপন।

স্বাক্ষরিত হয়: ১০ জানুয়ারি,

১৯৬৬

স্বাক্ষর করেন:

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

আয়ুব খান

মধ্যস্থতাকারী: তৎকালীন সোভিয়েত

প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনি

ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি

The Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation

উদ্দেশ্য: পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

স্বাক্ষরিত হয়: আগস্ট ১৯৭১

স্বাক্ষর করেন:

ইন্দিরা গান্ধী

ব্রেজনেভ

সিমলা চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর : জুলাই ১৯৭২

স্থান : সিমলা, হিমাচল প্রদেশ, ভারত

স্বাক্ষরকারী : ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো।

চুক্তির উদ্দেশ্য

উভয় দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে একে অপরকে সম্মান দেখাবে এবং জম্মু-কাশ্মীর বিরোধের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উভয়েই 'লাইন অব কন্ট্রোল' দেশের সীমানা হিসেবে মেনে নেবে।

তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-

১৯৬৬

Let’s Recap……

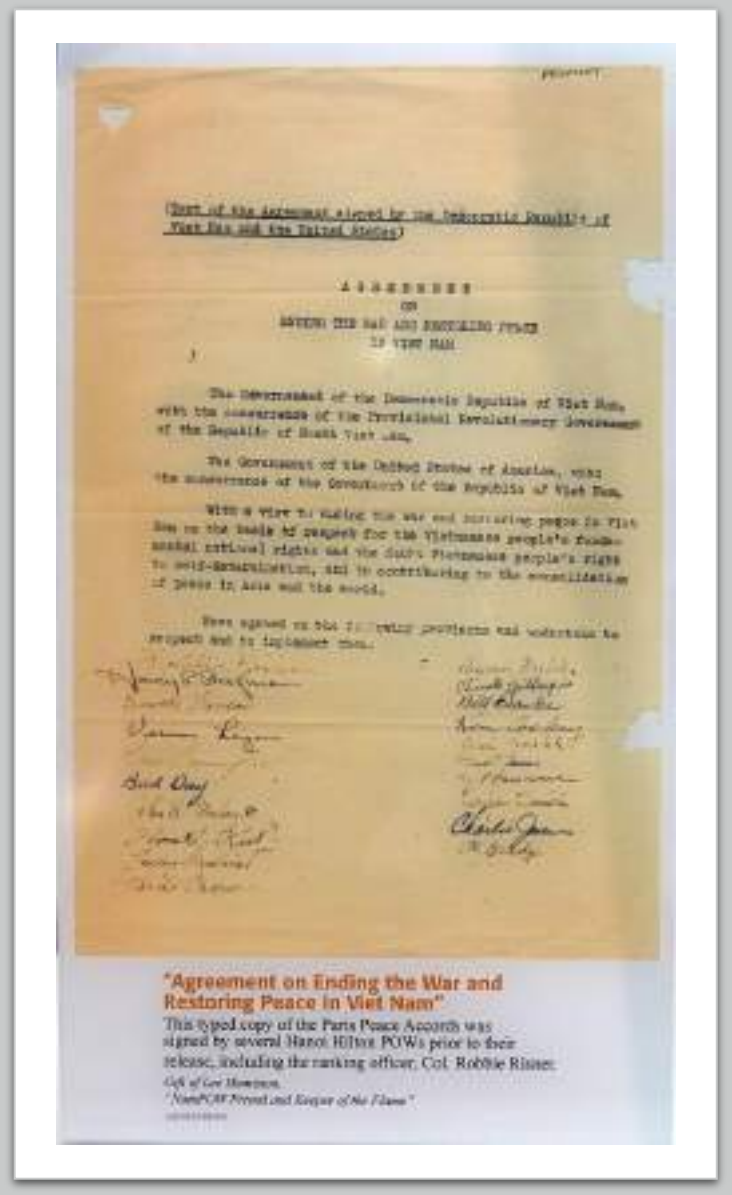

প্যারিস শান্তি চুক্তি

Paris Peace Accords

স্বাক্ষর- ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩

- পক্ষ: যুক্তরাষ্ট্র – ভিয়েতনাম
- ফলাফল - ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান

আলজিয়ার্স চুক্তি, ১৯৭৫

ইরাক - ইরান

শাত-ইল-আরবের নিয়ে বিরোধ মীমাংসা।

- শাত-ইল-আরব: দজলা এবং ফোরাত নদীর মিলিত প্রবাহ।

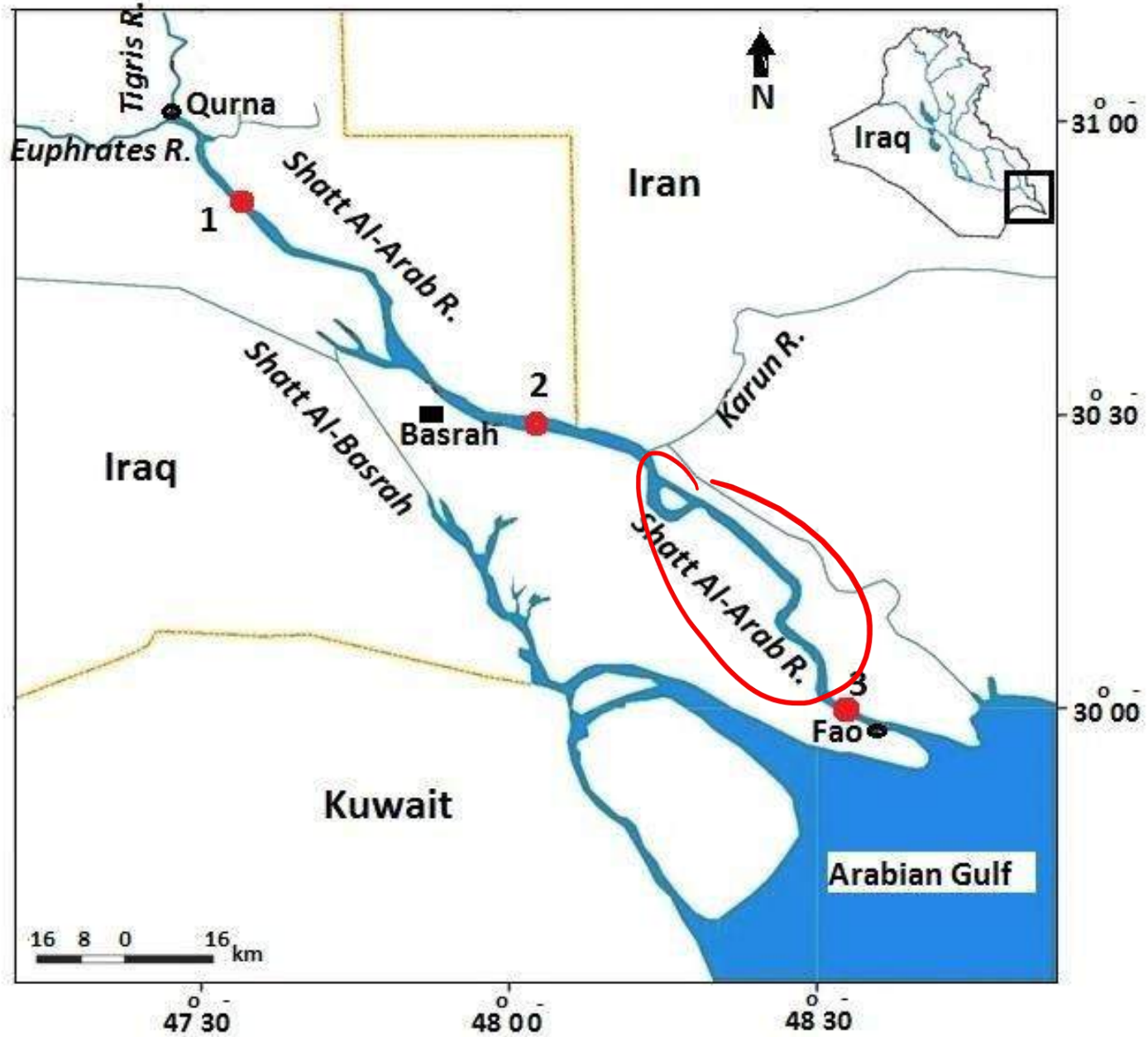

অসলো চুক্তি

স্বাক্ষর : ১৯৯৩

মধ্যস্থতাকারী: বিল ক্লিন্টন

চুক্তির উদ্দেশ্য

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন ও ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়।

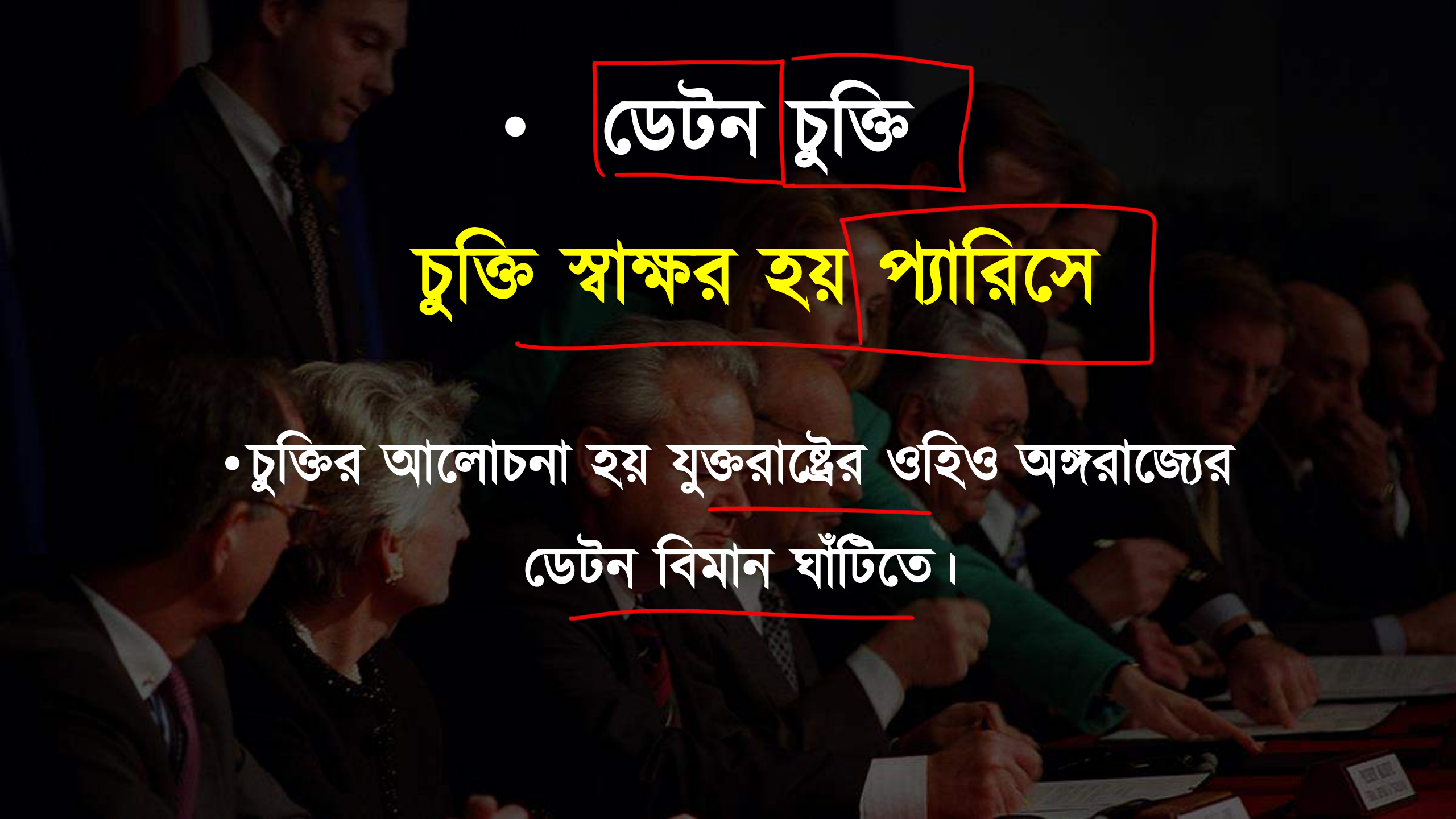

- ডেটন চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর হয় প্যারিসে

- চুক্তির আলোচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও অঙ্গরাজ্যের ডেটন বিমান ঘাঁটিতে।

- নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৯২ সালে বসনিয়া যুদ্ধের সূচনা। এটি ছিল মূলত জাতিগত লড়াই। যা সংঘটিত হয় মুসলিম বসনীয়, অর্থোডক্স সার্বীয় ও ক্রোয়েশীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে।
- মূল লক্ষ্য ছিল ওই অঞ্চল থেকে মুসলমানদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। যদিও বসনিয়া ও হারজেগোভিনা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র, যার মোট জনগোষ্ঠীর ৪৪ শতাংশ মুসলিম বসনীয়, ৩১ শতাংশ অর্থোডক্স সার্বীয়, এবং ১৭ শতাংশ ক্রোয়েশীয় ক্যাথলিক।

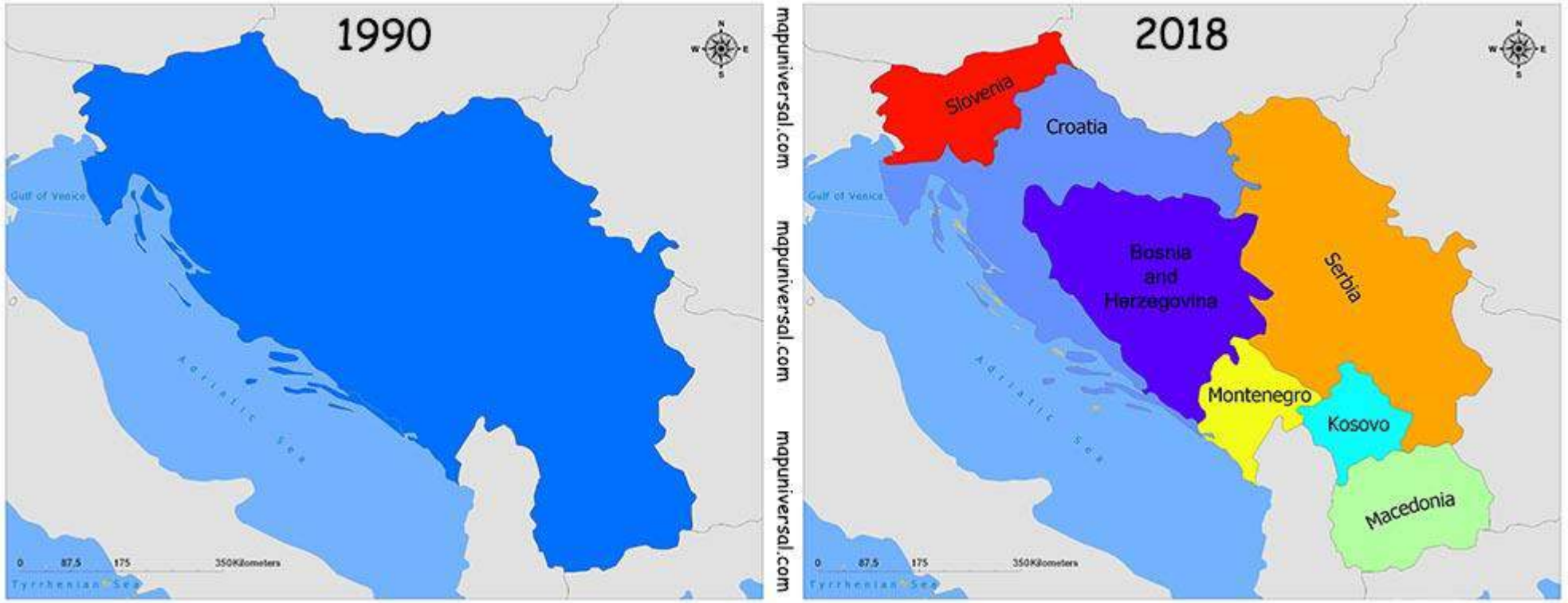

স্বাক্ষর - ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫

পক্ষ: বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া

বসনিয়া সংকট সমাধানে

মধ্যস্ততাকারী – বিল ক্লিন্টন

বসনিয়া যুদ্ধের সময়

অস্ত্রবিরতিতে ভূমিকা রাখেন-

জিমি কার্টার